R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে কার্তিক বুধবার, ১৩৯৫ সাল।
১৬ই নভেম্বর, ১৯৮৮ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্

প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা ও শাসকদলকে সমর্থনের প্রতিবাদে কংগ্রেসের অবস্থান

রঘুনাথগঞ্জ : আজ ১৬ নভেম্বর প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা ও শাসকদলকে সমর্থন করার প্রতিবাদে স্থানীয় বিধায়কের নেতৃত্বে কংগ্রেস দল মহকুমা পুলিশ অফিসারের দপ্তরের সামনে লাগাতার অবস্থান শুরু করেন। প্রায় ৫০ জনের এক মিছিল বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে শহর পরিক্রমা করে বেলা ১২টা নাগাদ এস ডি পি ওর অফিসের সামনে জমায়েত হন ও অবস্থান শুরু করেন। বিধায়ক হবিবুর রহমান জানান, তাঁরা সমস্ত ঘটনা জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন এবং তাঁদের হস্তক্ষেপ দাবী করছেন। যদি জেলা প্রশাসন কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না নেন তবে তাঁদের এই অবস্থান সমানে চলবে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১০ নভেম্বর এক বিরাট মিছিল রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের খেজুরতলা মাঠপাড়া চড়াও হয়ে কংগ্রেস সমর্থকদের ঘরবাড়ী ভাঙচুর করে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন কংগ্রেস সমর্থক আহত হয়। থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি বলে কংগ্রেসীরা জানান। সি পি এমের জনৈক মুখপাত্র জানান গত ৯ নভেম্বর তাঁদের এক কর্মী সেকেন্দ্রার দ্বিজন ঘোষ অঞ্চল অফিস থেকে ফেরার পথে কয়েকজন কংগ্রেসীর দ্বারা আক্রান্ত ও গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ও থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এম ১০ নভেম্বর প্রতিবাদ মিছিল বার করলে কংগ্রেসীরা মিছিল লক্ষ্য করে নাকি বোমা ছোঁড়ে। তার ফলে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঋণ প্রাপকের চূড়ান্ত তালিকা তৈরী করবে ব্যাঙ্ক পঞ্চায়েত নয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকার আগামী বছরের ১ জানুয়ারী থেকে গ্রাম অপারেশন প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই নয়া প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'সার্ভিস এরিয়া এ্যাপ্রোচ'। পূর্বে গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের হাতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ প্রাপকের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতের যে ক্ষমতা দেওয়া ছিল তা খর্ব করা হয়েছে। এখন নির্দ্ধারিত ব্যাঙ্ককে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানে সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা, গ্রামভিত্তিক সম্পদের চাহিদা, বেকারী দূরীকরণের প্রয়োজনে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতির জরুরী তালিকা তৈরী করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ব্যাঙ্কের হাতেই সর্ববিধ ক্ষমতা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং পঞ্চায়েতগুলিকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য দানের অনুরোধ জানিয়েছেন বলেও জানা যায়। সারা ভারতে এই একই নিয়ম চালু হচ্ছে আগামী বছর থেকে, এর ফলে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে কুটির শিল্পের প্রসার, আধুনিক পদ্ধতিতে পশু পালনের ব্যবস্থা, জনসংখ্যার অনুপাতে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কর্ম সংস্থান প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি কাজও শুরু করেছেন।

আমি বলছি এখানে হাসপাতাল হবে—শ্রমমন্ত্রী দুবে

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ১২ নভেম্বর আই এন টি ইউ সি বিড়ি শ্রমিকদের এক প্রকাশ্য সভার আয়োজন করেন। সভাপতিত্ব করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আবদুস সাত্তার। বক্তা হিসাবে উপস্থিত হন পঃ বঙ্গের কংগ্রেস ই সভাপতি এ বি এ গনি খাঁন চৌধুরী ও কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বিন্দেশ্বরী দুবে। গনি খাঁন বিড়ি শ্রমিকদের কাছে তাঁর বক্তব্যে বলেন—অনেকে বলছেন আইনানুযায়ী ধুলিয়ানের তারাপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ৫০ বেডের হাসপাতালের স্থান নির্দিষ্ট করা আছে সে ক্ষেত্রে সজুর মোড়ে হাসপাতাল হবে কি করে? তিনি বলেন ও সব কথার কোন দাম নেই। আমি মন্ত্রী থাকাকালীন এখানে শিলান্যাস হ'য়েছে, হাসপাতালও এখানেই হবে। জমি এ্যাকোয়ার করায় দেরী হতে পারে তাই সরাসরি জমি কেনা হবে। তাঁকে সমর্থন (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

শিশু বিকাশ প্রকল্পাধিকারীক খুশমত অর্থ ব্যয় করছেন

বিশেষ প্রতিবেদক : সাগরদিঘি ব্লকে দীর্ঘদিন থেকে শিশু বিকাশ প্রকল্পাধিকারীক নেই। ঐ কাজ যৌথভাবে চালাচ্ছেন সুতী ১নং ব্লকের আধিকারিক গৌতম দাস। তিনি কাজের সুবিধার জন্যই মনে হয় রঘুনাথগঞ্জে বাস। ভাড়া করে সরকারী ব্যয়ে দুটি অফিসে যাতায়াত করেন। তাঁর নামে দুটি ব্লক থেকে দুটি জিপ নং ডব্লু জি জেড ২০৩৪ এবং ডব্লু জি জেড ৩২০৩ ব্যবহার করার জন্য দেওয়া আছে। কিন্তু অভিযোগ, তিনি সরকারী গাড়ীতে প্রায় তাঁর স্থায়ী বাসস্থানে যাতায়াত করেন। তাঁর বাসস্থান ও মনগ্রামের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কোঁজ ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৯৫ সাল

দেশের অবস্থা

বর্তমানে আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিলে বোঝা যায় চতুর্দিক হইতে ঘনায়মান কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিগন্ত অন্ধকারে ভরিয়া দিতেছে। দাদ ঠাকুর ১৩৩৫ সালে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' লিখিয়াছিলেন—'আজ দেখিতে হইবে যাহারা মুক্তি মুক্তি করিয়া দেশের বুকে নাচিয়া বেড়াইতেছে, যাহারা স্বাধীনতার জয়টাক পিঠে লইয়া দেশবাসীকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাদের অন্তরে সত্য সত্যই মুক্তির প্রেরণা, বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে কিনা।' দাদাঠাকুরের এই ভাবনা চিরসত্য। বর্তমানে যাঁহারা দেশের জন্য অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, যাঁহারা মানুষের দারিদ্র মুক্তির কামনায় আত্মাহুতি দিবার কথা ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা নিজেরা কতখানি নিঃস্বার্থ হইতে পারিয়াছেন তাহা দেখিতে হইবে। মিথ্যা আড়ম্বর, মিথ্যা বাহ্য স্ফুট করা আজ সকল নেতৃত্বের স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে। এমন কি সাম্যবাদী নেতৃত্ব যাঁহারা মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইয়া সর্বহারার একনায়কতন্ত্র আনিতে চাহেন বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদের কর্মেও কতটুকু আন্তরিকতা আছে তাহা অনুধাবন করার বিষয়। একটু সচেষ্ট হইলেই বোঝা যায় ইঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ স্বার্থপরায়ণ এবং ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধিই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। স্বজনপোষণ, আত্মীয় পোষণে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। অভিজ্ঞতার ফলে দেশবাসী আজ এইসব বর্ণচোরা, সিংহচর্মাবৃত মেষের দলকে চিনিয়া ফেলিতে শিক্ষা করিয়াছে। যাঁহারা নেতা, কর্মী, পেট্রিয়ট বা দেশসেবক হিসাবে এতকাল দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কুড়াইয়া আসিতেছেন, সহসা তাঁহাদের বিভিন্ন গোপন কার্য্যকলাপে স্বার্থগন্ধ প্রকট হইয়া দেশের বাতাস কলুষিত করিতেছে। স্বভাবতই তাঁহাদের নিকট দেশবাসীর প্রশ্ন তাঁহাদের আদর্শ কি? দেশবাসীর জন্য এতকাল তাঁহারা কি কি কর্ম করিয়া আসিতেছেন? কেন দেশের দারিদ্র আজও দূর হইল না? কেন সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা আজও মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে? কেনই বা দেশবাসী ধর্ম্ম ও ভাষা লইয়া এত গোলযোগ সৃষ্টি হইতেছে? সকল নেতাই শুধু মুখে 'মারিতং জগৎ' এবং চায়ের টেবিলে উজীর নাজীর বধ করিতে ওস্তাদ। দেশের সর্বত্র আনাচে কানাচে দূষিত বাষ্প জমাট বাঁধিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রনীতিক ও ধর্ম্মনীতিক সর্ব বিষয়ে পঙ্গুত্ব আনয়ন করিয়া, দেশের উন্নতি ব্যাহত করিয়া দেশকে জাহান্নামের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। শ্রদ্ধেয় নেতারা এমন এমন কর্মের অভিযোগে অভিযুক্ত হইতেছেন যে সাধারণ মানুষ হতাশ হইয়া আর কোন উপায়ন্তর দেখিতে পাইতেছেন না।

আবোল-তাবোল

পাগল

পাগল দু'রকমের—সাচ্চা পাগল আর সেয়ানা পাগল। সাচ্চা আর কজন, দুনিয়াভর সেয়ানা পাগলের খেলা। আসল পাগল দেবাদিদেব মহাদেব, তারপর রক্তমাংসের শরীরে সাচ্চা পাগল চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা। অতঃপর মেকি পাগলের খেলা। চালচলনে আলাভোলা. উরুটরু চুল, ভ্যালভেলে চাউনি—কিন্তু ছেঁড়া কাঁথাটি টেনে নিতে গেলেই তেড়ে আসবে। জাতে মাতাল, তালে ঠিক!

একটা মেকি আধুলি নিয়ে গেরোয় পড়ে ছলুম। বাজারের ভিড়ে, সন্ধেবেলা এমন কি লোড শেডিং এর সময়ও চালাতে গিয়ে ফেৎ নিতে হয়েছে। অশোকস্তম্ভের মুড়োয় কে ঝামা ঘষে দিয়েছে। শেষে এক কালিঝুলি মাখা পাগলিকে নিজের মাথার উকুন বেছে চিবোতে দেখে তার দিকে আধুলিটা ছুঁড়ে দিয়ে ভাবলুম, যাক ল্যাঠা চুকলো। পেছন ফিরে পা চালাতে গিয়ে শুনি—পাগলিনী ধমকে উঠে বলছেন, 'আধুলিটা একটু পালটে দিন।' পাগল বলে অচল দেবেন নাকি?' আমি থতমত খেয়ে পকেট হাতড়াই। আধুলি আর নেই, একটা সিকি ছুঁড়ে দি। উনি পয়সাটি তুলে এপিঠ ওপিঠ দেখে বললেন, 'আর চার আনা?' সেই অচল আধুলিটিকে অগত্যা প্রণামী হিসেবে মা গঙ্গার বুকে চালান করেছিলুম, সেখানে বাছ বিচার নেই।

উত্তরভারত ভ্রমণ করবার সময় ট্রেনে একজনকে দেখেছিলুম। উস্কোখুস্কো চুলদাড়ি, খালি গা, খাটো ধুতি পড়া মানুষটি আমাদের কামরাতেই চলেছেন। দিব্যি পুঁটলি খুলে চিড়েমুড়ি চিবোচ্ছেন। চায়ের দাম দিতেও হিসেবে গরমিল নেই। যখনই চেকার আসছেন পরনের কাপড়টি খুলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে নিচ্ছেন। আমরা চোখ বুজছি। আর চেকারবাবু আমাদের দিকটিই মাড়াচ্ছেন না। চেকিং হয়ে গেলে বাবাজি গুছিয়ে কোমরে গিঁট কষে নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে হিক্‌হিক্ করে হাসছেন। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আমার টিকিটটি কালেক্টার মশাই উল্টেপাল্টে বিস্তর পরীক্ষা করছেন। আর বাবাজি ফের পাগড়ি বেঁধে গটগট করে গেট পার হয়ে গেলেন।

যত না পাগল সংসারে, অভিনয় তার শতগুণ। ঠাণ্ডা মাথায় গলায় চাকু টেনে পাগল বনে খালাস হয়ে গেল কত খুনী। তহবিল তছরূপ করে দিগম্বর হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, হাকিম কেসই নেবেন না, নিশ্চিন্তি!

আবার পাগল সাজানোও চলছে। সম্পত্তির লোভে অকৃতদার বড়ভাইকে (ডাক্তারকে উপযুক্ত দক্ষিণা গুঁজে) জবরদস্তি পাগল সাজিয়ে পাগলাগারদে ঠেসে দিলে কেউ। দাদা চেঁচাতে থাকলেন, 'হাওয়াবদল করতে এসে এ কোন গারদে পুরে দিলি ভাই?' ভাই ততক্ষণে ডাউন হাওয়া, সম্পত্তি বেচতে আর কোন হাঙ্গামা নেই। আর এক প্রস্থ পণ নিতে বুদ্ধিমান বরের বউকে পাগল সাজানোর কাহিনীও অজানা নয়। আর ডাক্তারদেরই বা দোষ কী? নকল পাগলের দুনিয়ায় আসল পাগল চেনা বড় দায়।

এক পাগলাগারদের আউটডোরে চিকিৎসকের কাছে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এলেন সঙ্গে তরুণ পুত্র। বাপ বললেন, 'এই ছেলেকে দেখাতে এলুম।' ছেলে চোখ টিপে বাপকে দেখিয়ে নিজের মাথায় আঙ্গুল ছুঁইয়ে ইঙ্গিত করলে, 'কিছু মনে করবেন না, রোগী উনিই।' তারপর সে এক হুজ্জোত। বাপ বলেন—ছেলে উন্মাদ, তার চিকিৎসা হোক; আর ব্যাটা বলে, বাপটা বদ্ধ পাগল, সব ভণ্ডুল করে দিলে, জলদি ফাটকে পুড়তে হবে। ডাক্তার দুমিনিট এর কথা শোনেন, দুমিনিট ওঁর। কে যে রোগী আর কে নিয়ে এসেছেন, সারা জীবনের বিদ্যে খাটিয়েও ডাক্তারের মালুম হল না। অগত্যা দুজনকেই গারদে পুরে দিলেন। তখন দুজনেই খুশী। বাপ ব্যাটাকে শুধোলেন, 'কেমন, পুরল তো গারদে?' ব্যাটা খ্যাখ্যা করে হাসতে হাসতে জবাব দিলে,' আমাকে? সে তো তোমাকে দেখাশুনোর জন্যে। তোমার মত আকাট পাগলকে সামলানো নার্স-আয়ার কম্মো নয়।'

সেদিন একজনকে দেখি ফুলতলার মোড়ে প্রখর দুপুরে একটা তেলচিটে কোট পড়ে বসে আছেন। কলারের নিচ দিয়ে একটা লাল মাথার বিতে গিঁটবাঁধা টায়ের মত দোদুল্যমান। খোঁচাখোঁচা দাড়ি, চুলে জটা। নিম্নাঙ্গে একটা হাফপ্যান্ট, এক পায়ে ফাটা বুট জুতো অন্য পায়ে ছেঁড়া (৩য় পৃষ্ঠায়)

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের টাকার কি হলো ?

জঙ্গিপুর ঃ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত-দের জন্য বরাদ্দ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা হলেও রঘুনাথগঞ্জ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির দুর্গতদের মধ্যে সে টাকা নাকি আজ পর্য্যন্ত বিলি হয়নি। সরকারী লালফিতের জট খুলে অবিলম্বে ঐ টাকা বিলির ব্যবস্থা করা হোক বলে দাবী রেখেছেন দুর্গত মানুষেরা।

দর্জি ইউনিয়নের সম্মেলন

ধুলিয়ান ঃ গত ১ নভেম্বর স্থানীয় শহরে সমসেরগঞ্জ থানা দর্জি ইউনিয়নের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মূল বক্তা ছিলেন ফঃ বঃ জেলা কমিটির সদস্য জয়ন্ত সাহা ও স্থানীয় নেতা ইদ্রুফ হোসেন। প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় ১৫০ জন দর্জি উপস্থিত ছিলেন। আগামী বছরের জন্য ১৫ জনের একটি কমিটিতে সভাপতি হিসেবে রোশন আলী ও সম্পাদক মর্তুজ হোসেন নির্ব্বাচিত হন।

বেকার ভাতার চেক নিয়ে হয়রানি

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে বেকারদের ভাতার জন্য ষ্টেট ব্যাঙ্কের চেক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঠিক-মত যোগাযোগ না করায় সেই চেক ভাঙ্গানো নিয়ে বেকাররা অযথা হয়রান হচ্ছেন। ষ্টেট ব্যাঙ্কের চেক যে কোন ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙ্গানো যেতে পারে। কর্ম-বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ যদি অন্যান্য ব্যাঙ্কের সাথে এ মর্মে কথাবার্ত্তা বলে ব্যবস্থা করতে পারেন তবে ষ্টেট ব্যাঙ্কে ভিড় এড়ানো ও বেকারদের হয়রানি কমতে পারে।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় ব্লকের বালিয়া নেতাজী সংঘ ফুটবল মাঠে ৪র্থ বর্ষ ৺সুশীলা দেবী ও ভবেশচন্দ্র স্মৃতি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা গত ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় কাশিয়াডাঙ্গা নবীন সংঘ ব্রাহ্মণী গ্রাম যুব শান্তি সংস্থাকে দুই গোলে পরাজিত করে শীল্ড লাভ করে।

বন ও বৃক্ষরোপণের টাকা কোথায় গেল ?

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গত ৫ বছরে বন তৈরী বাবদ প্রচুর টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। সড়কের দু'ধারে বৃক্ষরোপণের জন্য বরাদ্দ টাকাও খরচ করা হয়েছে। কিন্তু ঐসব গ্রামে বনাঞ্চল তৈরী বা পথের দু'ধারে গাছ লাগানো হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। সেই অভিযোগের সরজমিন তদন্তে আসছেন বন বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তারা। খবরে প্রকাশ, সমিতির সভাপতি ও বি ডি ও উভয়েই এই ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু দিবস উদযাপন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩১ অক্টোবর প্রতি বৎসরের মতো এবারও আই এন টি ইউ সির কর্মীবৃন্দ স্থানীয় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ইন্দিরা গান্ধীর চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকী বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে পালন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মোঃ সোহরাব। আই এন টি ইউ সি অফিসেও শ্রমিক সদস্যরা শোক দিবস হিসাবে দিনটি পালন করেন।

পাগল

(২য় পাতার পর)

চঞ্চল। গলির বাচ্চাগুলো তাকে ভ্যাঙাচ্চে, খোঁচা দিচ্ছে। আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলুম, ভদ্রলোক বললেন, 'দেখছেন মশাই, এ ছোঁড়াগুলো তো আমায় পাগল করে দেবে। একটু ধমকে দিন না।' ছেলেগুলোকে তাড়াতেই আর এক ভদ্রলোক একটু দূরে নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'ও ব্যাটার কথা বিশ্বাস করবেন না, বদ্ধ উন্মাদ। আমাদের উন্মাদ অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট ছিল। এবার আমার কাছে ভোটে হেরে গিয়ে ভাল মানুষ সাজতে চাইছে। হুঁঃ, ওকে পাব্লিক আর দলে নেবে নাকি ?' আমি বিরক্ত হয়ে বলি 'ধ্যাৎ মশাই, এ সব কথা আমাকে কেন ? ছাড়ুন তো!' ভদ্রলোক অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'আপনার নাম তো রতনবাবু, লেখেন-টেখেন ? আপনার লেখা পড়ে মনে হয়েছে আমার চেয়েও আপনি উপযুক্ত লোক। বলেন তো, আমি রিজাইন করে আপনাকেই আমাদের পাগলা য়ুনিআনের প্রেসিডেন্ট করে দি।'

—রতন দাস

ঘাট পারাপারে মাঝিদের জুলুম

জঙ্গিপুর ঃ গাড়ীঘাটের ফেরী মাঝিদের জুলুম ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তারা নিজেদের খেয়াল-খুশি মত নিয়ম বহির্ভূত ভাবে যাত্রী বহন করায় যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। রিজার্ভ নৌকার ভাড়ার হার কিছু আছে বলে মনে হয় না। সুযোগ ও সুবিধা-মত যত খুশি তত ভাড়া আদায় করা হয়। প্রতিবাদ করলে ইউনিয়নের বাবুদের মদতে নৌকা চলাচল বন্ধ করে অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়। এ ব্যাপারে পুর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের আবেদনে কর্ণ-পাত না করায় অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

টেণ্ডার নোটীশ

NTPC ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন লিঃ
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট
নবারুণ-৭৪২২৩৬ জেলা : মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

মালদহের খেজুরিয়াঘাটস্থিত এন টি পি সি পার্মানেন্ট টাউনশিপে নিম্নবর্ণিত দোকানগুলি বরাদ্দের জন্য প্রকৃত ও অভিজ্ঞ দোকানমালিক/ ট্রেডার/ শিল্পোদ্যোক্তা/ ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

নেবারহুড-৩-তে শপিং সেন্টার

ক্রঃ নং	ট্রেড	দোকানের সংখ্যা
১।	দশকর্ম, চিঁড়া, মুড়ি ইত্যাদি	১টি
২।	লন্ড্রি	১টি
৩।	মুদিখানা	২টি
	টাউন লেভেল শপিং সেন্টার	
১।	মুদিখানা ও বাসনকোসন	১টি
২।	জুতা	২টি
৩।	আসবাবপত্র	১টি
৪।	কাপড়	১টি
৫।	কোয়ালিটি আইস ক্রীম	১টি
৬।	রুটি ও কনফেকশনারি	১টি
৭।	মুদিখানা	১টি
৮।	স্টেশনারি	১টি
৯।	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	১টি
১০।	পান ও সিগারেট	১টি

এই লাইনে জ্ঞান/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিগণ বাঃ জঃ হিসাবে এন টি পি সি লিঃ, ফরাক্কা-এর অনুকূলে কাটা এস বি আই, ফরাক্কা-তে প্রদেয় ৫০০ টাকার (পাঁচ শত টাকার) ব্যাঙ্ক ড্রাফট সমেত পরিচয়পত্রাদির কপিসহ (যদি থাকে) নিম্নোক্ত ফর্মায় দরখাস্ত করিতে পারেন।

দোকান অ্যালটমেন্টের জন্য দরখাস্ত

ট্রেড/ব্যবসায়ের নাম
১। দরখাস্তকারীর নাম
২। পিতার নাম
৩। যোগাযোগের ঠিকানা
৪। স্থায়ী ঠিকানা
৫। বয়স
৬। অভিজ্ঞতা
৭। আর্থিক সামর্থ্য
(ক) ব্যাঙ্ক ডিপজিট
(খ) ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি
(গ) ইনসিওরেন্স
(ঘ) অন্যান্য
৮। বায়না জমার বিবরণ
(১) ব্যাঙ্ক ড্রাফট নং
(২) টাকার পরিমাণ
(৩) তারিখ
৯। দরখাস্তকারীর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন এরূপ ২ ব্যক্তির রেফারেন্স
(১) নাম_____ (২) নাম_____
পদমর্যাদা_____ পদমর্যাদা_____
ঠিকানা_____ ঠিকানা_____
১০। দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর
১১। তারিখ

সর্বতোভাবে পূরণ করা দরখাস্ত এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে ডেঃ ম্যানেজার (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-এর অফিসে পৌঁছনো চাই। অবশ্য উপরোক্ত সমস্ত শপ বা যেকোন সংখ্যক শপ অ্যালট করিবার বা আদৌ কোন শপ অ্যালট না করিবার অধিকার পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক সংরক্ষিত।

এস পি মণ্ডল
ডেঃ ম্যানেজার (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)

PPS

তালিকায় বহু ভোটারের নাম নাই

আহিরণ : ৫২ নং সুতি বিধানসভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের সাদিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ নং ভোট কেন্দ্রের যে নামের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে তাতে বৈধ বহু ভোটারের নাম নেই। এমন কি পূর্ব্বের তালিকায় যে সব ব্যক্তির নাম ছিল তাঁদের অধিকাংশের নামও এই তালিকায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতির ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসারকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি কোন কথা বলতে সম্মত হননি বলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানান। তাঁদের অভিযোগ, এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলাদলি কাজ করেছে এবং না পছন্দ ব্যক্তিদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরা আরোও জানান, বি ডি ও অফিস হতে ৮ সেপ্টেম্বর যাঁকে এ বিষয়ে তদন্তে পাঠান হয়, তিনি কোন তদন্ত না করেই ফিরে যান। তাঁর এ হেন আচরণ রহস্যজনক বলে গ্রামবাসীরা মনে করেন। গত ২১ অক্টোবর গ্রামবাসীরা সংঘবদ্ধভাবে পুনরায় লিখিত অভিযোগ জানালে গত ২৭ অক্টোবর যুগ্ম বি ডি ও সাদিকপুর অঞ্চল অফিসে তদন্তের জন্য উপস্থিত হন। কিন্তু অঞ্চল প্রধান সেদিন উপস্থিত

শ্রমমন্ত্রী দুবে

(১ম পাতার পর)

শ্রমমন্ত্রী শ্রীদুবে বলেন—বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ খাতের টাকা দিয়ে তাঁদের কল্যাণের জন্য ৫০ বেডের হাসপাতাল এই অরঙ্গাবাদেই নির্মিত হবে এ প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আমি দিই না। আমি বলছি খুব শীঘ্র হাসপাতাল এখানে হবেই। বিড়ি শ্রমিকেরা দুঃস্থ। তাঁদের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের হাতে শ্রমিকদের বাড়ী নির্মাণের প্রয়োজনে যে টাকা দেন রাজ্য সরকার তা গাফিলতি করে খরচ করেননি। তিনি আরোও বলেন, বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যাপারে তাঁর সরকার যথাশীঘ্র ব্যবস্থা নেবেন। কংগ্রেস নেতা আবদুস সাত্তার জানান—পঞ্চাশ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণে যে জমি লাগবে তা কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি জমির মালিকদের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্যে কেনার ব্যবস্থা করছেন। খুব শীঘ্র জমি কেনা প্রভৃতি প্রাথমিক কাজ শেষ হবে বলে তিনি জানান।

ছিলেন না। গ্রামবাসীরা মনে করেন প্রধান ইচ্ছাকৃত ভাবেই তদন্তে অসুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই অনুপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের অবস্থান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মিছিলকারীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ এই ঘটনায় উভয় পক্ষের ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রামবাসীদের তরফে জানা যায়, সি পি এম ও কংগ্রেসের গোলমাল এ অঞ্চলে নতুন কোন ঘটনা নয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বেশ কিছুদিন থেকে অঞ্চল অফিসে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। কিন্তু রক্ষীদের সামনেই কিছুদিন পূর্বে দশ বারোজন সি পি এম সমর্থক আসরাফুল সেখ নামে জনৈক কংগ্রেস কর্মীকে মারধোর করে। গত নির্বাচনের পর সি পি এম অঞ্চল দখল করে এ অঞ্চলে তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছেন। ফলে সংঘাত বেড়ে চলেছে। এই ক'মাসে উভয় পক্ষ থেকেই প্রায় ৪০।৫০টি কেস নথীভুক্ত করানো হয়েছে। লালখাঁনদিয়ার গ্রামের আবুল কালাম আজাদ দুঃখের সঙ্গে জানান, তাঁদের অপরাধ তাঁরা কংগ্রেসের সমর্থক। বেশ কিছুদিন থেকে তিনি গ্রামছাড়া। সি পি এম এর দাপটে শুধু আবুল কালাম আজাদই নয়, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হুমায়ুণ কবীর, যদু সেখ, রফিক সেখ বেশ কিছুদিন থেকে গ্রাম ছাড়া। সদস্য কুরবান আলি প্রায় ছ মাস লুকিয়ে থাকার পর আত্মরক্ষার্থে ও সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে সদস্য পদ ত্যাগ

খুশিমত অর্থ ব্যয় করছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে ৫টি কেন্দ্র আছে। মনিগ্রামে শিশু বিকাশ প্রকল্পের অফিস থাকায় সেখানে তাঁকে যেতেই হয়। তিনি সেখান থেকে প্রায়ই তাঁর বাড়ী যাতায়াতের পথের ঐ পাঁচটি কেন্দ্র পরিদর্শন করা দেখিয়ে সরকারী খরচে বাড়ী যাতায়াত করেন। এই ব্লকে মোট ১৫৭টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে। গৌতমবাবু নাকি অন্য কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। সরকারী অর্থ কেন্দ্রগুলি বা অঙ্গনাদিরা ঠিকমত পান না বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে জানিয়েও কোন ফল হচ্ছে না বলে খবর।

করেছেন। গত ৯ ও ১০ নভেম্বর সংঘাতের পর মেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের দু'জন পঞ্চায়েত সদস্য রাজ্জাক সেখ ও সাজ্জাহান সেখ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। গ্রামবাসীরা মনে করেন সি পি এমের অত্যাচার ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করতেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় জেলা এ্যাডিশনাল এস পি আজ সন্ধ্যায় ঘটনা স্থলে হাজির হয়ে পুলিশী তৎপরতার প্রতিশ্রুতি দিলে অবস্থান প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

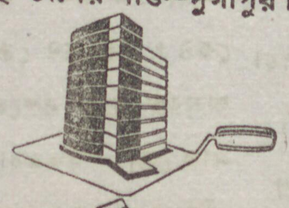

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনন্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।